R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

ভি আই পি
আলফা স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
প্রভাত ষ্টোর
(দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০২ সাল। ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা বার্ষিক ৩০ টাকা

চূড়ান্ত ক্ষোভ ও প্রতিহিংসার নৃশংস বলি ৪ ভাই

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ গত ২ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে আটটা থেকে ন'টার ভিতর সাগরদিঘী থানার হাজিপুর গ্রামে একদল দুষ্কৃতীর হাতে ঐ গ্রামেরই চার সহোদর ভাই মোকারিন সেখ (৪০), বাদল সেখ (৩৭), ঝুনু সেখ (৩২) ও কলিমুদ্দিন সেখ (২৭) নৃশংসভাবে পর পর খুন হন। দুষ্কৃতীরা বোমা, গুলি, ভোজালি ও চপারের আঘাতে চার ভাই-এর দেহকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। খবর লেখা পর্যন্ত ঐ এলাকার অবস্থা থমথমে। সব দোকানপাট বন্ধ, পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের টহলদারী চলছে। জেলা যুব কংগ্রেস নিহত চার ভাইকেই তাঁদের সক্রিয় কর্মী বলে দাবী করলেও প্রদেশ কংগ্রেসও তাঁদেরই কর্মী বলে দাবী করেন। নিহত মোকারিন সেখ বন্যেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন কংগ্রেস প্রধান ও বর্তমানে পঞ্চায়েত সদস্য। অন্যদিকে জেলা সি পি এম নিহত চারজনকেই কুখ্যাত অপরাধী বলে দাবী করে। তবে, খুনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, রাজনৈতিক দলাদলির চেয়ে ঐ এলাকার নাচনা, হাজীপুর, শীতলপাড়া ও সেখদিঘীর মানুষ তাদের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে চার ভাইকে পরিকল্পিতভাবে একের পর এক একই দিনে খুন করে। তাদের খুনের পরিকল্পনা ও অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় বহুদিন থেকেই চলছিল বলে জানা যায়। পুলিশও প্রাথমিক তদন্তে এই খুনের ঘটনাকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বলতে অস্বীকার করে। এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত ২রা ডিসেম্বর সকাল সাড়ে আটটা। ৩৪নং জাতীয় (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছাত্রপরিষদ নেতা আক্রান্ত, প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট

জঙ্গিপুর ঃ গত ১ ডিসেম্বর ছিল জঙ্গিপুর কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের নমিনেশন পেপার জমা দেবার প্রথম দিন। নবীন বরণকে কেন্দ্র করে কদিন ধরেই সি পি ও এস এফ আই-এর মধ্যে গোলমাল চলছিল। ১ ডিসেম্বর কলেজ অফিসের গেটের সামনে এস এফ আই এবং সি পি সমর্থকদের বচসা শুরু হয়। এই সময় ছাত্র পরিষদ নেতা বিকাশ নন্দ এস এফ আই-এর কয়েকজন সমর্থকের লোহার রডের আক্রমণে আশংকাজনকভাবে আহত হন। পুলিশ আসার আগে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়। বিকাশ নন্দকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি এখনও সেখানে চিকিৎসাধীন। অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে ২ ডিসেম্বর থেকে ছাত্র পরিষদের ডাকে শহরের স্কুল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে পুলিশ গনীসহ চারজন এস এফ আই সমর্থককে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে হাসপাতালের ডাঃ টি. কে. ঘোষ বিকাশ নন্দকে পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট দেন তাতে আপত্তি জানিয়ে ছাত্র পরিষদের সমর্থকরা ঐ রিপোর্ট সঠিক নয় অভিযোগ এনে সুপার সঞ্জিৎ ঘোষের কাছে রিপোর্ট পর্য্যবেক্ষণের চাপ দিলে সুপার সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ছাত্র পরিষদের বিলাস মিঞা, বুড়ো সিন্‌হা ও দীপক সরকার সুপারের ঘরে বিক্ষোভ দেখান ও গোলমাল সৃষ্টি করেন। সুপার থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ দীপক সরকারকে তাঁর বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে। অন্য দুজনকে পাওয়া যায় না। ৪ ডিসেম্বর ঐ একই অভিযোগে পুলিশ ছাত্র পরিষদের বিশু মুখার্জীকে গ্রেপ্তার করে। অন্য দিকে ছাত্র ধর্মঘট তুলে নেওয়ায় ৪ ডিসেম্বর থেকে স্কুল-কলেজ স্বাভাবিকভাবে চলছে।

বন্‌ধ ও সি পি এমের পথসভা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২ ডিসেম্বর হাজীপুর গ্রামে চার ভাইকে নৃশংশভাবে হত্যা ও সম্প্রতি স্থানীয় কলেজে ছাত্র সংঘর্ষে ছাত্র পরিষদ নেতা বিকাশ নন্দকে আক্রমণের প্রতিবাদে কংগ্রেস গত ৪ ডিসেম্বর ১২ ঘণ্টা জঙ্গিপুর মহকুমা বন্‌ধের ডাক দেয়। স্কুল-কলেজের পরীক্ষা ছাড়া প্রায় সমস্ত অফিস, আদালত, ব্যাঙ্ক, পোষ্টঅফিস, বেসরকারী যানবাহন বন্ধ ছিল বলে জানা যায়। বন্‌ধের সপক্ষে কংগ্রেস একটি ছোট মিছিলও বার করে। ঐ দিনই বিকালে স্থানীয় (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতিতে পুকুর চুরির অভিযোগ

ধুলিয়ান ঃ স্থানীয় গরুর হাট নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির আওতায় থাকায় গরু বিক্রির খাজনা নিয়ে পুকুর চুরির অভিযোগ উঠেছে। হাটটি জমিদারদের কাছ থেকে যিনি এক বছরের জন্য ডেকে নিয়েছেন তাঁর সঙ্গে হাট পরিচালনার চুক্তি অনুযায়ী তিনি প্রতি হাজারে ক্রেতার কাছ থেকে পাবেন দশ টাকা হিসাবে তোলা। তার জন্য রসিদও দেবেন। আর নিয়ন্ত্রিত বাজার (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাঃ বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী লোকান্তরিত

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২১ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বাড়ালার নিকট বৈদড়া গ্রামের বর্তমানে আমেরিকার বোষ্টনে কর্মরত বিজ্ঞানী ডাঃ বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়ে ৬১ বছর বয়সে তাঁর বোষ্টন বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বোষ্টনের সিমেন্স আই ইনষ্টিটিউশনের সিনিয়র বিজ্ঞানী ছিলেন। বীরেশ্বরবাবুর দান এতদঅঞ্চলের বহু বিদ্যালয় ও সেবা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে আছে। তিনি বহুবার এখানে বিনা খরচে চক্ষুছানি অপারেশন (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
বাক্সিলণ্ডের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০২ সাল

।। অথ ভস্ম কথা ।।

নেতাজীকে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' সম্মাননায় ভূষিত করিবার যে উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার এক সময় লইয়াছিল, তাহাতে দেশ-ব্যাপী তুমুল প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। বলা হইয়াছিল যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর প্রামাণ্য তথ্যাদি সরকার দিতে না পারিলে তাঁহাকে মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারটি দেশব্যাপী মানিয়া লইবেন না। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বিষয়টি গড়াইল, সরকার পিছু হটিয়া গেল। এখন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ আগতপ্রায়। কেন্দ্রীয় স্তরে এ পর্যন্ত কাজের কাজ এই বিষয়ে দেখা যায় নাই।

কেবল সম্প্রতি নেতাজী জন্মশতবর্ষ কমিটি যাহা বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব লইয়া গঠিত, একটি অমীমাংসিত বৈঠক করিতে পারিয়াছে। এই কমিটির আলোচনা তথা বৈঠকের পূর্ব হইতেই জাপানের রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত নেতাজীর অস্থিভস্ম বলিয়া প্রচারিত বস্তুটি ভারতে আনিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারী উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। এই অস্থিভস্ম যে নেতাজীর এমন অকাট্য প্রমাণ এ যাবৎ কেহ দিতে পারেন নাই।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট অস্থি-ভস্ম জনৈক জাপানী সৈন্যের। তথাকথিত ভস্মাধারে রক্ষিত অস্থিভস্ম যাহা জাপানী সৈন্যের বলা হইতেছে, তাহাতে নেতাজীর চিতাভস্ম কেন রহিল, ইহা এক প্রশ্ন শুনা গিয়াছে ঐ অস্থিভস্মে নেতাজীর একটি সোনার দাঁত রহিয়াছে। অতএব অস্থিভস্ম তাঁহারই হইবে।

ইহাই বা কী করিয়া প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে? তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয় বলিয়া প্রচার। সেই বিমানে নাকি তিনি অগ্নিদগ্ধ হন। ইহার পর তাঁহার মরদেহ প্রথা অনুযায়ী দাহ করা অবশ্যই হইয়াছিল। আর চিতাভস্ম সংগ্রহ করিবার সময় তাঁহার সোনার দাঁত পাওয়া গেল এবং তাহা সযত্নে রক্ষিত হইল—ইহাও তাজ্জব ব্যাপার। তদুপরি দুই রকম অগ্নিভস্ম! সুতরাং উক্ত অস্থিভস্মের ডি এন এ পরীক্ষা করিবার একটা কথা শুনা যাইতে লাগিল। কেহ সম্মতি দিলেন, কেহ দিলেন না। এই-জন্য সম্মতি দেন নাই যে, যাহা জাপসৈন্যের অস্থিভস্ম, তাহাতে নেতাজীর ডি এন এ পরীক্ষা হইতে পারে কীরূপে? দ্বিতীয়ত দাহকালে চিতাগ্নির বিপুল উত্তাপে ডি এন এ নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া অভিমত। সুতরাং এই পরীক্ষায় উপযুক্ত সিদ্ধান্তে আশা যায় না।

তথাপি নাকি চিতাভস্ম আনার সরকারী উদ্যোগ চলিতেছে। নেতাজী জন্মশতবর্ষ কমিটির অধিবেশনে চিতাভস্ম বিষয়টিকে আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার একদিকে প্রচেষ্টা ও তজ্জনিত সমর্থন, অপর দিকে বিরোধিতা চলিতেছে। অতঃপর বৈঠকে সংখ্যা গরিষ্ঠের মত কোন্ পথ লইবে, তাহা বলা যাইতেছে না। অচিরেই জানা যাইবে। নেতাজীর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য যে বৈঠক, তাহার প্রধান লক্ষ্য দাঁড়াইতেছে, চিতাভস্ম আনিয়া তাঁহাকে মৃত প্রতিপন্ন করা। এ এক প্রহসন।

অধিকাংশ ভারতবাসীর হৃদয়মণি নেতাজী। আমরাই এক সময় তাঁহাকে ভারত ছাড়িতে বাধ্য করিয়াছিলাম। আমরাই তাঁহার যুগান্তকারী বিস্ময়কর ইংরাজ বিরোধিতায় 'প্যাসিভ' ভূমিকায় ছিলাম। তাঁহাকে 'ইনটারন্যাশনাল ওয়র ক্রিমিন্যাল' পরিগণিত করার বিদেশী চক্রান্তে ক্ষমতার লোভে অন্ধ হইয়া আমরাই বিরোধিতা করি নাই। এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে যাঁহারা মস্কোয় গিয়া নেতাজী রহস্যের চাঞ্চল্যকর সূত্র পান, তাহার পূর্ণ উদ্‌ঘাটনের সুযোগ আমরা বন্ধ করিয়াছি। সেই পাপ, ভুল ও অবিচারের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আজ ভারতের অভ্যন্তরে নানা অশান্তি।

সরকারপ্রদত্ত প্রামাণ্য তথ্য ছাড়া ভারতের জনগণ নেতাজীর মৃত্যু মানিয়া লইতে পারেন না। সরকার নাকি কোন বিশেষ স্বার্থে প্রামাণ্য তথ্যাদি উপস্থাপিত করিতেছে না। আর তাই চিতাভস্ম আনিবার সিদ্ধান্ত সংখ্যা গরিষ্ঠের মতের জোরে গৃহীত হইলেই কি নেতাজী মৃত প্রমাণিত হইবে, না সকলে মানিতে পারিবেন? নেতাজীর এতদিন জীবিত থাকা হয়ত সম্ভব নহে। কিন্তু কখন, কী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—উপযুক্ত প্রমাণাদি সাপেক্ষে তাহা জানিবার অধিকার প্রত্যেক ভারতবাসীর আছে। সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কোন অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের নাই। এই নিবন্ধ লিখিবার পরে সংবাদে জানা গেল যে, নেতাজীর অস্থিভস্ম আনয়ন এবং তাঁহার দাঁতের ডি এন এ পরীক্ষার ব্যাপারে নাকি সরকারী উদ্যোগ লওয়া স্থগিত রহিল।

কার্তিক মেলা মহাসমারোহে

জঙ্গিপুর : গত ১৭ এবং ১৮ নভেম্বর স্থানীয় ধনপতনগর গ্রামে কার্তিক পুজো উপলক্ষে কার্তিক মেলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের আনন্দমুখর উপস্থিতি ঘটে ও মেলা প্রাঙ্গণে বিবিধ দ্রব্য সামগ্রীর দোকানপাট বসে।

ম্যালেরিয়া ও মুর্শিদাবাদ

চিত্ত দাস

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশক (১৭০৪) মুর্শিদাবাদ ছিল সমৃদ্ধ জনপদ তা না হলে মুর্শিদাবাদ সুবে বাংলার রাজধানী হতে পারতো না। তাছাড়া ইংরেজরাও কাশিমবাজারে সর্বপ্রথম সর্ববৃহৎ ফাক্টরী স্থাপন করতে আসতো না, যদি না দেখতে পেতো যে এখানে জনস্বাস্থ্যের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে (১৬৫৮/৫৯)। তা ছাড়া পলাশীর যুদ্ধের পরেও মুর্শিদাবাদ ছিল জনস্বাস্থ্যের অনুকূল এলাকা। পুরানো তথ্য দলিল দস্তাবেজ থেকে জানা যায় যে ১৮১৪ সাল থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলা জনস্বাস্থ্যের প্রতিকূল এলাকাতে পরিণত হতে থাকে। ঐ বছরে জংগীপুরের মির্জাপুর আজিমগঞ্জের বড়নগর এবং বহরমপুরের কাশিমবাজার জ্বর মহামারীর আকার নেয়। ১৮৫৭ সালের রেভিনিউ সার্ভেয়ারের রিপোর্টে বলা হয়েছে "The District of Murshidabad cannot be called healthy." The western half of the District has more claims to the title than the eastern but on neither the bank do the inhabitations appear robust and strong, they are all weakly looking and short in stature fever and Cholera are the great scourges of the District more specially in the towns and villages on the Bhagrirathi and above all, in the great city of Murshidabad and its environs'. Sir W. Hunter সাহেব ১৮৭১ সালে লিখেছেন "Among the endcmices to be found permanently in the District are Malaria fever splenitis, elephantiasis and hydrocele Cholera may be regarded as an endomic. In Murshidabad Malaria is extreemly common in Murshidabad District. ১৯০৬-০৭ সালে Captain G. E. Stwart I. M. S. এবং লেফটানেন্ট A. H. Proctor I. M. S. এই সম্পর্কে গবেষণা করে বিস্তৃত তথ্য রেখে গেছেন। সারাংশ হলো Malaria appears to be prevalent and there is a large mortality directly due to Malaria over the whole area visiteble, but particularly in the area lying (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাকৃতিক কারণেই রঘুনাথগঞ্জ মশার ডিপো

অসীমকুমার মণ্ডল

এইড্‌স্, এনকেফেলাইটিস. এগুলো তো আছেই, এখন আবার তীব্র গতিতে ছড়াচ্ছে বহু পুরনো অসুখ ম্যালেরিয়া, কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে কলকাতায় তার মোকাবিলায় শুরু হয়েছে রক্ত-পরীক্ষা, ওষুধ প্রদান এবং মশানিধন। বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মশানিধন কার্যে। বদ্ধজলাভূমি এবং ড্রেনে ডি, ডি, টি, বি, এইচ, সি ছড়ানো হচ্ছে। প্রচার মাধ্যমগুলোর দ্বারা বারবার বলা হচ্ছে জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করে ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ খেতে —নিষেধ করা হচ্ছে আগে থেকে ক্লোরোকুইন বা প্রায়মাকুইন খেতে। কেউ কেউ বলছেন ভারতবর্ষে চিকিৎসা খাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তার ৮০ ভাগ ম্যালেরিয়া নিবারণ খাতে ব্যয় না করলে নাকি সম্পূর্ণরূপে এ-দেশ থেকে ঐ রোগ নির্মূল করা যাবে না। যাইহোক, এ সব বড়ো ব্যাপার নিয়ে ভাবার জন্য বড়ো মানুষরা আছেন, আসুন আমরা এই ছোট্ট রঘুনাথগঞ্জ শহর নিয়ে একটু ভাবি —কারণ এখানেও রাক্ষসী ম্যালেরিয়া থাবা মারতে ভুল করেনি। কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন এখানে তো আমরা শূয়োড় মানুষ একসঙ্গে দীর্ঘদিন বাস করছি—ফলে আমাদের শরীরে ম্যালেরিয়া, এনকেফেলাইটিস্ প্রভৃতি রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে গেছে। —আসলে কিন্তু তা নয়—উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে এখানেও ম্যালেরিয়া মহামারী রূপ নিতে পারে। কারণ রঘুনাথগঞ্জ প্রাকৃতিক কারণেই মশার ডিপো। শ্রীকান্তবাটি থেকে রঘুনাথগঞ্জে আসুন। রোডের উত্তর দিকে দেখতে পাবেন নয়নজলি, তারপর কচুরিপানা ভর্তি খড়খড়ি নদী। হসপিটাল মোড় থেকে ফুলতলা রোডের দুধারে গভীর নয়নজলি—যেখানে সারা বছর জল জমে থাকে। এবার আসুন হাসপাতাল চত্বরে সোজা চলে যান পূর্বপ্রান্তে কোয়ার্টারগুলোর কাছে। দেখতে পাবেন কচুরিপানা ভর্তি বিশাল জলাভূমি। এবার আসুন হাসপাতাল মোড় পাণ্ডেবাবুর বাগানের কাছে চলুন সোজা উত্তরদিকে পূর্বদিকে দেখুন চওড়া নয়নজলি, একটু এগিয়ে এসে পশ্চিমে জলট্যাঙ্কির দিকে খড়খড়ি পর্যন্ত বিশাল জলাভূমি—এরপর সোজা চলুন দুদিকে চোখ রেখে রবীন্দ্রভবন, পোষ্ট অফিস, মরাকাটা ঘর, বিশাখাভবন, ডায়মণ্ড ক্লাব এর বিপরীত দিকটা, ষ্টেট ব্যাঙ্কের ধার দিয়ে বাঁদিকে এসডিও অফিস ও ডানদিকে অগ্নিফৌজ ক্লাব রেখে দেখবেন জমে থাকা পচা জল যেখানে মশা জন্মাচ্ছে। এবার দেখুন পচা পুকুর—ফুলতলায় 'নটরাজ হোটোলের' পিছনে, 'ছায়াবাণী'র পিছনে, বাজারপাড়ায় পাঁচ-ছটা, টুকিটাকি দোকান থেকে হরিদাসনগর যেতে দু'পাশে গোটা তিন, হরিদাসনগরে তিন-চারটে, কোর্টের পাশে একটা, রেজেষ্ট্রি অফিসের কাছে কয়েকটি—এ ছাড়াও আরো প্রচুর পচা পুকুর এই শহরে আছে। জানি না মশার ডিম মেরে ফেলার কোনো ব্যবস্থা এখানে নেওয়া হয়েছে কিনা। মশা যাতে না জন্মাতে পারে তার ব্যবস্থা না গ্রহণ করে শুধু রক্ত পরীক্ষা ক'রে এবং ওষুধ খেয়ে এ দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূর করার চেষ্টা শতছিদ্রযুক্ত কলসীতে জল রাখারই সামিল। এ শহরে তো অনেকগুলো ক্লাব আছে, প্রচুর শিক্ষিত মানুষ আছেন—ভাবুন না ব্যাপারটা একটু! সকলে মিলে কি কলকাতার মতো কিছু বেসরকারি উদ্যোগ নিতে পারি না? শুধু জামাকাপড় পরার বেলাতেই কলকাতাকে অনুসরণ। না, চেষ্টা করলে এ শহরের মানুষ অনেক কিছুই করতে পারেন। জঙ্গিপুর পৌরসভা জঞ্জাল সরানো, ড্রেন-পরিষ্কার, রাস্তা ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি অনেক ভালো কাজ করে চলেছেন দীর্ঘদিন থেকে। এ বিষয়েও তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অবশ্য আমি জানি না এ ব্যাপারে তাঁদের কিছু করণীয় আছে কিনা?

নেতাজীর প্রতি উৎসর্গীকৃত ছাত্র-যুব উৎসব

২৮ নভেম্বর, ফরাক্কা: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত এবং ফরাক্কা ব্লক ছাত্র-যুব উৎসব প্রস্তুতি কমিটির পরিচালনায় এ বছরের ফরাক্কা ব্লক ছাত্র-যুব উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল গত ২৪-২৬ নভেম্বর, নয়নসুখ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ক্রীড়া) ও জাফরগঞ্জ স্বর্ণময়ী বেসিক স্কুল (সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান) প্রাঙ্গণে। ২৪ নভেম্বর সকাল ৯টায় আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসবের সূচনা করেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অভিজিৎ লাঠুয়া। এরপর নয়নসুখ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পথপরিক্রমা করে স্বর্ণময়ী বেসিক স্কুলে গিয়ে শেষ হয়। পতাকা উত্তোলন ও নেতাজীর মূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন যথাক্রমে অভিজিৎ লাঠুয়া ও অনুষ্ঠানের সভাপতি নয়নসুখ স্কুলের প্রধান শিক্ষক অসীমকুমার চৌধুরী। ক্রীড়া, বসে আঁকো, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত বিভাগে প্রচুর সংখ্যক প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। ক্রীড়া বিভাগে নয়নসুখ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল ফলাফল করে। ১৫ বৎসরের ঊর্ধ্বে কবাডি প্রতিযোগিতায় এই বিদ্যালয় নবোদয় সঙ্ঘকে ফাইনালে ২৫-১৩ পয়েন্টে পরাজিত করে। গত ২৪ ও ২৫ নভেম্বর দুটি করে মোট চারটি নাটক প্রদর্শিত হয়। প্রত্যেকটী নাটকই দর্শকরা উপভোগ করেন। ফরাক্কা ব্যারেজের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কালচারাল ইউনিট প্রযোজিত দেশের অর্থ-নীতির উপর 'ঘোটকাণ্ড' প্রথম পুরস্কার লাভ করে। 'নাট্যাঙ্গন' সংস্থার 'চোরেদের লজ্জা হোল' নাটকে চোরের 'বউয়ের' (পুষ্প) ভূমিকায় অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেন সোনালী মজুমদার, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হন 'সংকেত' নাট্যগোষ্ঠীর অসীম দাসগুপ্ত। ২৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় সভারম্ভে সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট নাগরিক সমরেন্দ্র পাণ্ডের স্মৃতিতে এক মিনিটের নীরবতা পালিত হয়। বক্তারা নেতাজীর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার মূল্যায়ন এতদিনেও পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ করেনি বলে সমালোচনা করেন। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি অসীমকুমার চৌধুরী ও প্রধান অতিথি বিডিও অভিজিৎ লাঠুয়া। সভায় স্থানীয় বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খান ছাড়াও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শহরের মধ্যে দিন দুপুরে সর্বস্ব চুরি

রঘুনাথগঞ্জ: গত ২৮ নভেম্বর শহরের রবীন্দ্রপল্লীতে দুপুর ১০/১১টা নাগাদ এক দুঃসাহসিক চুরি হয় বলে খবর। ঐ পল্লীর শশাঙ্ক দাস বাড়ালায় পোষ্টমাষ্টারী করেন। তিনি ঐ দিন বাড়ালা যাওয়ার পর তাঁর স্ত্রী স্থানীয় হাসপাতালে এক আত্মীয়কে দেখতে গেলে, বাড়ী ফাঁকা থাকায় প্রাচীর টপকিয়ে বাড়ীতে ঢুকে দুষ্কৃতকারী তালা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে এবং ঘরের ভিতর রাখা চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে গয়না ও নগদে প্রায় ২২ হাজার টাকার মত নিয়ে চম্পট দেয়। থানায় ডাইরী করা হয়েছে। কেউ ধরা পড়েনি বা চুরি যাওয়া কোন জিনিস উদ্ধার হয়নি। দিন-দুপুরে বড় ডাকঘরের পিছনে জনবহুল রবীন্দ্রপল্লীতে চুরি মানুষকে আতঙ্কিত করেছে।

ফেডারেশনের ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ: সম্প্রতি মহকুমা ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের সদস্যরা স্থানীয় এ্যান্টিইরোসন অফিসে ফেডারেশন সদস্য কর্মচারীদের উপর জুলুমের প্রতিবাদে অবস্থান করেন ও ডেপুটেশন দেন। অবস্থান ও ডেপুটেশন পরিচালনা করেন মহাদেব মিশ্র, মর্জেম হোসেন ও বিজয় মুখার্জী।

সমিতিতে পুকুর চুরির অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

সমিতি তোলা পাবে হাজারে পাঁচ টাকা। মালিকের দেওয়া রসিদ দেখে সমিতি তাঁদের তোলার টাকা আদায় করেন। প্রতি হাটে মালিক আয় করেন আট থেকে দশ হাজার টাকা। সেই অনুযায়ী সমিতিরও আয় হওয়া উচিত চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু জানা যায় সমিতির খাতায় নাকি মাত্র দু'তিনশ টাকা জমা পড়ে। বাকী টাকা আদায়কারীরা ভোগ করেন বলে কথা উঠেছে। জনসাধারণ বলছেন সহ-সভাপতি ফঃ ব্লকের ইউসুফ হোসেন এবং সম্পাদক শান্তি চট্টোপাধ্যায় কোন অজ্ঞাত কারণে এ সব দেখেও দেখেন না। এ ব্যাপারে জনগণ ভিজিল্যান্স তদন্ত দাবী করছেন। জাতীয় সড়কে গাড়ী থেকে আদায়ের টাকাও এভাবে তছরূপ হচ্ছে বলে অভিযোগ।

সিপিএমের পথসভা (১ম পৃষ্ঠার পর)

ফুলতলায় একটি পথসভাকে কেন্দ্র করে সিপিএমের মিছিল বেরোয়। পথসভাতে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ও রঘুনাথগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল বন্ধের বিরোধিতা ও কংগ্রেসের ভ্রান্তনীতির সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। মৃগাঙ্কবাবু কংগ্রেসীদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, যে কংগ্রেসীরা নিহত চার ভায়ের জন্য আজ বন্ধ ডেকেছে, সাহস থাকলে সেই কংগ্রেসীরা ঐ হাজীপুর গ্রামে গিয়ে মৃতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহীদবেদী নির্মাণ করে সেখানে সভা করে দেখাক। গ্রামের মানুষ তাদের সমর্থন করবে না। কারণ, গ্রামবাসীরা ঐ নিহতদের অত্যাচারে অতিষ্ট ছিল। আর কংগ্রেস তাদেরই মৃতদেহে তেরঙ্গা কাপড় জড়িয়ে শোক মিছিল বার করে। মৃত মোকারিনদের মৃগাঙ্কবাবু কুখ্যাত সমাজবিরোধী ও খুনী বলে বর্ণনা করেন। খবর লেখা পর্যন্ত বেল্লালের এক ভাইসহ মোট আটজন গ্রেপ্তার হয়েছে বলে জানা যায়।

ম্যালেরিয়া ও মুর্শিদাবাদ (২য় পৃষ্ঠার পর)

south of the retired line of the embankment between the Bhagirathi river and the Gobra Nallah and in the Hariharpara thana.

ড্রেনেজ কমিটিও তাঁদের রিপোর্টে বলেছে যে, ভগবানগোলা, মনুল্লাবাজার, সাহানগর, সুজাগঞ্জ, গোরাবাজার, হরিহরপাড়া এলাকা হলো ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকা। কান্দী মহকুমা, সামসেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ, সুতী, মির্জাপুর এলাকায় ম্যালেরিয়া থাকলেও ম্যালেরিয়া-প্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত করা যায় না। ১৯০৮-০৯ সালে লাহোর মেডিকেল কলেজের প্যাথোলজির অধ্যাপক মেজর W. H. C. Forster, I. M. S. কে মুর্শিদাবাদে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছিল এই জেলার 'কালাজ্বর' সম্পর্কে গবেষণার জন্য। তিনি গবেষণা করে যে রিপোর্ট রেখে গেছেন তা ইতিহাসের একটি মূল্যবাণ দলিল। সংক্ষেপে বলা যায় যে তাঁর গবেষণার সময়ে ধরা পড়েছিল যে ১৯০৭—১৯১০ সালে প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের জলবায়ু রোগের অনুকূলে ছিল না। আগেকার সংক্রামক রোগই ধীরে ধীরে এই জেলাকে শ্মশানে পরিণত করেছিল।

প্রধানতঃ নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পুরানো খাতের (retired line) বদ্ধ জলাভূমি, জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম, জনপদ, সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ খালবিল, পানীয় জলের অভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক—প্রায় একশো বছর ম্যালেরিয়া এই জেলাকে জনপদশূন্য করেছিল। জনস্বাস্থ্যের এই অবনতির জন্যই রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছে কোলকাতায়, সঙ্গে সঙ্গে সম্পদও গেছে নিঃশব্দে। ইতিহাসের এই পরিহাসের পেছনে যেমন রয়েছে প্রকৃতির লীলাখেলা, তেমনই অবদান রয়েছে 'ম্যালেরিয়া', যার অবদানও কম ছিল না।

ধীরেশ্বর চক্রবর্তী (১ম পৃষ্ঠার পর)

শিবির পরিচালনা করেন ও অনেক রোগীর চোখে ইন অকুলার লেন্স বসানোর খরচ বহন করেন। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে ও ২২ নভেম্বর বাড়ালা স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

নৃশংস বলি চার ভাই (১ম পৃষ্ঠার পর)

সড়কের ধারেই এক ভাই নিজের সারের দোকান খোলার সময় ও গ্রামবাসীদের মতে অপর একজন বাস কিনতে যাবার জন্য বেশ কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে সেখদীঘি বাসষ্ট্যাণ্ডে বাস ধরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দুষ্কৃতিরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে তাঁদের দুজনকে আক্রমণ করার পর অপর দুই ভাইকেও খুন করে। বড় ভাই মোকারিন বোমার আওয়াজ পেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এলে তিনিও আক্রান্ত হন। অপর একজন মাঠে ট্রাক্টরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দুষ্কৃতিরা তাঁকেও লক্ষ্য করে বোমা ও গুলি ছোঁড়ে বলে জানা যায়। দুই ভায়ের মৃতদেহ বহুক্ষণ জাতীয় সড়কের কাছে পড়েছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। হাজীপুর গ্রামের মানুষজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও তেমন কোনও তথ্য মেলেনি, সবাই ভয়ে তটস্থ হয়ে আছেন। নিহতদের আঘাতের চিহ্ন দেখে বোঝা যায় দুষ্কৃতিদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থে-ই তারা নৃশংসভাবে তাঁদের হত্যা করে। একজনের মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়, বাকীদের মাথার পিছন দিকে ও গলায় চপারের আঘাতের গভীর চিহ্ন দেখা যায়, মুখ বিকৃত হয়ে যায়। দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব চলাকালীন কোনও গ্রামবাসী বাড়ী থেকে বেরোনোর সাহস পাননি। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, দুষ্কৃতীরাও একই গ্রামের বাসিন্দা। এদের মধ্যে বেল্লাল হোসেন ও তাঁর ভাইরাও যুক্ত আছে, যাদের খোঁজে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম পুলিশ মিলিত তল্লাসী চালাচ্ছেন। জমি দখলের লড়াই, দলীয় রাজনীতি ও পারিবারিক খুনের বদলা হিসাবেই এই হত্যা। গত ১৯৭৯ সালে খুন হন বেল্লাল হোসেনের ভাই কাউসার সেখ। সেই সময় এই মোকারিনদের ছয় ভাইকেই গ্রেপ্তার করা হয়, যার মামলা এখনও চলছে। ঐ একই বছর খুনের বদলা হিসাবে মোকারিনের বাবা তেনু সেখ ও তাঁর ভাই মিরাজুদ্দিন সেখ স্থানীয় জনসভা বাসষ্ট্যাণ্ডে প্রকাশ্যে খুন হ'ন। আবার এই জোড়া খুনের বদলা হিসাবে মোকারিনরা ১৯৮৪ সালে খুন করে বেল্লালের বাবা আবদুল হাই ও তাঁদের আত্মীয় জিল্লার রহমানকে। এই খুনের সময় মোকারিনরা কাটা মাথা নিয়ে গ্রামে ঘুরে বেড়ান বলে খবর। এই চার ভায়ের নৃশংস হত্যা তারই বদলা বলে পুলিশের অনুমান। এছাড়া জমিজমার আধিপত্য বজায় রাখতে দু'পক্ষই মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন বলে জানা যায়। তার জন্যই মোকারিনদের চারভাইকে একসঙ্গে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা দুষ্কৃতীদের বহুদিনের। এদিকে আমাদের প্রতিবেদক হাজীপুর গ্রামে গেলে যে ক'জন গ্রামবাসী মুখ খোলার সাহস দেখিয়েছেন, তাঁরা নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে শুধু বলেন যে মোকারিনদের চার ভাইকে একসঙ্গে মারতে না পারলে বেল্লালদের আবার কেউ না কেউ খুন হ'তই। আর মোকারিনদের বাড়ীতে ঢুকে আক্রমণ চালালে দুষ্কৃতীরা রেহাই পেত না। কারণ তাঁদের বাড়ীতেও প্রচুর অস্ত্র মজুত আছে। তাই দুষ্কৃতীরা চার ভাইকে বাড়ীর বাইরে অতর্কিতে এক এক করে খুন করার পরিকল্পনা নেয়। গ্রামের মানুষের কথাবার্তায় আমাদের প্রতিবেদকের মনে হয়েছে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলেই থাকলো, বা আবার যে কোনদিন স্বমূর্তি ধারণ করতে পারে।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।